গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়
চট্টগ্রাম
(সাধারণ শাখা)
www.chittagongdiv.gov.bd

বিভাগীয় আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভার কার্যবিবরণী ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

সভাপতি	:	**মোঃ তোফায়েল ইসলাম** বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম
তারিখ	:	১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪
সময়	:	সকাল: ১২.০০ টা
স্থান	:	চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজ সম্মেলন কক্ষ, চট্টগ্রাম
উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট-'ক'

সভাপতি উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা এবং স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। বিগত ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে তা দৃঢ়ীকরণ করা হয়। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে আলোচ্যসূচি অনুযায়ী আলোচনাক্রমে নিম্নে উল্লিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

<table>
<tr><th>ক্র. নং</th><th colspan="3">আলোচ্য বিষয়</th><th colspan="2">গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ</th><th>বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ</th></tr>
<tr><td rowspan="4">১.</td><td colspan="3">বিভাগীয় আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত : সভাপতি ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়িত হওয়ায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং এ ধারা অব্যাহত রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন।</td><td colspan="2">সভার সিদ্ধান্ত সমূহ শতভাগ বাস্তবায়নের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।</td><td>সংশ্লিষ্ট সকল কার্যালয়</td></tr>
<tr><td colspan="5">বিভাগীয় আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভা ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৩ এর সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য:</td><td></td></tr>
<tr><td>সভার নাম</td><td>সভার তারিখ</td><td>গৃহীত সিদ্ধান্তের সংখ্যা</td><td>গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের সংখ্যা</td><td>সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>বিভাগীয় আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভা</td><td>১৯ ডিসেম্বর ২০২৩</td><td>২১টি</td><td>২১টি</td><td>১০০%</td></tr>
</table>

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
২.	**তুলনামূলক গুরুতর অপরাধ বিবরণী:** উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক, চট্টগ্রাম রেঞ্জ, চট্টগ্রাম এবং পুলিশ কমিশনার, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ, চট্টগ্রাম হতে প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক চট্টগ্রাম বিভাগে **জানুয়ারি, ২০২৪** এ গুরুতর অপরাধমূলক মামলার সংখ্যা ২৬৯৫টি, পক্ষান্তরে **ডিসেম্বর, ২০২৩** এ গুরুতর অপরাধমূলক মামলার সংখ্যা ছিল ২৮৮৬টি। গত ডিসেম্বর, ২০২৩ এর তুলনায় **জানুয়ারি, ২০২৪** এ মোট অপরাধমূলক মামলা হ্রাস পেয়েছে ১৯১ টি। গত ডিসেম্বর, ২০২৩ এর তুলনায় জানুয়ারি, ২০২৪ মাসে চাঁদাবাজি ১১টি, ছিনতাই ১টি, আহত ২৯টি, অপহরণ ৯টি, দাঙ্গা ১টি, চুরি ৩টি বৃদ্ধি পেয়েছে। সার্বিকভাবে মোট অপরাধমূলক মামলা ৫৪ টি বৃদ্ধি পেয়েছে।	(ক) সার্বিক অপরাধ প্রবণতা নজরদারির মাধ্যমে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) এ বিভাগাধীন জেলাসমূহে সার্বিক অপরাধমূলক ৫৪টি মামলা বৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধান করে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। পুলিশ কমিশনার, সিএমপি, চট্টগ্রাম ২। উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক, চট্টগ্রাম রেঞ্জ, চট্টগ্রাম ৩। বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (সকল) ও ৪। পুলিশ সুপার (সকল) চট্টগ্রাম বিভাগ
	খুনের ঘটনা: **বৃদ্ধি:** বিগত ডিসেম্বর, ২০২৩ এর তুলনায় বিবেচ্য জানুয়ারি, ২০২৪ এ চাঁদপুর (০-২) = ২, নোয়াখালী (৩-৬)=৩, ফেনী (৩-০)=৩টি খুনের ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে। সার্বিকভাবে মোট ৮ টি খুনের ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে। **অপরিবর্তিত:** রাঙ্গামাটি(০-০) ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া (৫-৫) খুনের ঘটনা অপরিবর্তিত রয়েছে। **হ্রাস:** বিগত ডিসেম্বর, ২০২৩ এর তুলনায় বিবেচ্য জানুয়ারি, ২০২৪ এ চট্টগ্রাম জেলায় (১৬-৭)=৯টি, কক্সবাজার জেলায় (১৮-১০)=৮টি, কুমিল্লা জেলায় (৭-৫)=২টি, লক্ষ্মীপুর (৫-১)=৪টি, খাগড়াছড়ি জেলায় (৩-১)=২টি, বান্দরবান জেলায় (২-০)= ২টি খুনের ঘটনা হ্রাস পেয়েছে। সার্বিকভাবে মোট ২৭ টি খুনের ঘটনা হ্রাস পেয়েছে।	(গ) চাঁদপুর, নোয়াখালী ও ফেনী জেলায় ৮টি খুন সংক্রান্ত অপরাধমূলক মামলা বৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধান করে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ সুপার চাঁদপুর/ নোয়াখালী/ ফেনী, চট্টগ্রাম বিভাগ
	ধর্ষণ এর ঘটনা **বৃদ্ধি:** বিগত ডিসেম্বর, ২০২৩ এর তুলনায় বিবেচ্য জানুয়ারি, ২০২৪ এ চাঁদপুর (১-৭) =৬, নোয়াখালী (৪-৬)=২, ফেনী (২-৩)=১টি, লক্ষ্মীপুর (২-৩)=১টি ধর্ষণমূলক মামলা বৃদ্ধি পেয়েছে। সার্বিকভাবে মোট ১০ টি ধর্ষণের ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে। **হ্রাস:** বিগত ডিসেম্বর, ২০২৩ এর তুলনায় বিবেচ্য জানুয়ারি, ২০২৪ এ চট্টগ্রাম (১৩-১)=১টি, কক্সবাজার (১৭-১৫)=২টি, কুমিল্লা (৭-৬)=১টি ব্রাহ্মণবাড়িয়া (৯-৬)=৩টি, রাঙ্গামাটি জেলায় (১-০)=১টি, খাগড়াছড়ি (৪-১)=৩টি ও বান্দরবান জেলায় (২-১)=১টি ধর্ষণের ঘটনা হ্রাস পেয়েছে। সার্বিকভাবে মোট ১৩ টি ধর্ষণের ঘটনা হ্রাস পেয়েছে।	(ঘ) চাঁদপুর, নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষ্মীপুর জেলায় ১০টি ধর্ষণমূলক মামলা বৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধান করে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ সুপার, চাঁদপুর/ নোয়াখালী/ ফেনী/ লক্ষ্মীপুর জেলা, চট্টগ্রাম বিভাগ

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.	**চট্টগ্রাম বিভাগের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও চলমান সহিংসতা নিয়ে সভাপতি বলেন,** আসন্ন স্থানীয় সরকার নির্বাচনের উপজেলা পরিষদ নির্বাচন, ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন-কেও জাতীয় নির্বাচনের মতোই সমান গুরুত্ব দিয়ে চট্টগ্রাম বিভাগের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে হবে। যে কোনো নির্বাচন বা কোনো ইস্যু নিয়ে যেন কোনো মহল বা গোষ্ঠী আইন-শৃঙ্খলার অবনতি না ঘটাতে পারে সেই দিকে সংশ্লিষ্ট সকল আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রকারী প্রতিষ্ঠানকে সচেতন থাকতে হবে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। দুষ্কৃতিকারীরা নাশকতা করার জন্য রেলগাড়িকে বেশি টার্গেট করছে, তাই রেল যোগাযোগ নিরাপত্তার বিষয়ে রেল কর্তৃপক্ষ, রেল পুলিশসহ অন্যান্য সকল আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিশেষ করে ঢাকা-চট্টগ্রাম, ঢাকা-কক্সবাজার, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার এবং চট্টগ্রাম-চাঁদপুর এই রুটের লাইনগুলোর নিরাপত্তা জোরদার করতে হবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে বিশেষ গুরুত্বের সাথে নজরদারি বাড়িয়ে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে, যেন যাত্রীরা কোনো প্রকার ভয় ভীতি ছাড়া নির্বিঘ্নে ভ্রমণ করতে পারে। জিএম, চট্টগ্রাম পূর্বাঞ্চল রেলওয়ে রেলগাড়ির ইঞ্জিন, বগিসহ অন্যান্য গাড়ি বা সরকারি সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য লোকবল নিয়োগসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। রেলগাড়ির প্রত্যেকটি বগিতে কর্মরত কর্মচারীদের বিশেষ প্রশিক্ষণ এর মাধ্যমে তাদেরকে কাজে লাগাতে হবে। রেলগাড়ির নিরাপত্তার জন্য ও যাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য গোয়েন্দা নজরদারী আরো বাড়াতে হবে, সেই সাথে রেলগাড়ির প্রতিটি বগিতে পর্যাপ্ত আলো থাকা নিশ্চিত করতে হবে। পণ্য পরিবহণে চাঁদাবাজী বিষয়ে আরো বেশি তৎপর হতে হবে। বিশেষ করে সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে চাঁদাবাজির ঘটনা বেশি ঘটছে। সেই সাথে পরিবহনগুলোতে ইদানিং ডাকাতি হচ্ছে, বিশেষ করে মীরসরাই ওজন স্টেশনে ওজন পরিমাপের সময় এ ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটছে। সাথে সাথে যানজট নিরসনের আরো বেশি সচেতন হতে হবে। এসকল বিষয়ে আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। রাস্তায় অবৈধ পার্কিং এর বিষয়ে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে সচেতন থাকতে হবে। ভূমি দস্যু, অবৈধ বালু উত্তোলনকারী-দের বিরুদ্ধে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে কঠোর হতে হবে। রাস্তার যেন ভবঘুরে ইয়াবা/ হিরোইন সেবীরা উৎপাত না করে সেজন্য পূর্বের মতো তৎপর থেকে ব্যবস্থা নিতে হবে। সম্প্রতি কিছু কিছু জেলায় কিশোর গ্যাং এর উৎপাত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ বিষয়ে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে সজাগ থাকতে হবে। যে কোনো জাতীয় অনুষ্ঠান বা সামাজিক অনুষ্ঠান চলাকালীন সময়ে কেউ যেনো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গুজব রটাতে না পারে সে বিষয়ে আইন-	(ক) স্থানীয় সরকার নির্বাচনে চট্টগ্রাম বিভাগের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে সংশ্লিষ্ট সকল আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রকারী প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	১) উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক চট্টগ্রাম রেঞ্জ, চট্টগ্রাম ২) পুলিশ কমিশনার, সিএমপি, চট্টগ্রাম ৩) জেলাপ্রশাসক (সকল) চট্টগ্রাম বিভাগ ৪) পুলিশ সুপার (সকল) চট্টগ্রাম বিভাগ
		(খ) রেলগাড়ির টিকেট ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যাত্রী হয়রানি রোধে রেল কর্তৃপক্ষে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	১) মহাব্যবস্থাপক (পূর্বাঞ্চল) বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম ২) পুলিশ সুপার, জিআরপি, চট্টগ্রাম
		(গ) রেলগাড়ি যাত্রীবিহীন অবস্থায় স্টেশনে থাকাকালীন সময়ে সার্বক্ষণিক নজরদারীর ব্যবস্থা করতে হবে, যেন কোনো দুষ্কৃতিকারী অপ্রীতিকর বা নাশকতামূলক কার্যক্রম করতে না পারে। চট্টগ্রাম বিভাগের নতুন রেল স্টেশনগুলোকে সিসিটিভি ক্যামেরার আওতায় নিয়ে আসতে হবে।	১) পুলিশ কমিশনার, সিএমপি, চট্টগ্রাম ২) উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক, চট্টগ্রাম রেঞ্জ, চট্টগ্রাম ৩) মহাব্যবস্থাপক (পূর্বাঞ্চল), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম ৪) পুলিশ সুপার, জিআরপি, চট্টগ্রাম
		(ঘ) রেলগাড়ির প্রত্যেকটি বগিতে কর্মরত কর্মচারীদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।	১) মহাব্যবস্থাপক (পূর্বাঞ্চল) বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম ২) পুলিশ সুপার, জিআরপি, চট্টগ্রাম
		(ঙ) প্রতিটি রেলগাড়ির প্রতিটি বগিতে পর্যাপ্ত আলো নিশ্চিত করতে হবে।	১) মহাব্যবস্থাপক (পূর্বাঞ্চল) বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
	শৃঙ্খলা বাহিনীকে সবোর্চ্চ সতর্ক থাকার পরামর্শ দেন। আইন-শৃঙ্খলায় নিয়োজিত সদস্যরা সার্বিক সমন্বয় বজায় রেখে দায়িত্ব পালন করবেন। বর্তমানে চট্টগ্রাম বিভাগের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। **অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার, সিএমপি জানান,** চট্টগ্রাম মহানগরীতে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। তবে চট্টগ্রাম বিভাগের সীমান্তবর্তী এলাকায় বেশ কিছু পরিবহনে চাঁদাবাজির ঘটনা ঘটেছে, এ বিষয়ে সকল পর্যায়ের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে নিয়ে একটি যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে সমস্যার সমাধান হতে পারে বলে তিনি সভাকে জানান। **ডিআইজি, চট্টগ্রাম রেঞ্জ, চট্টগ্রাম** বলেন, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনেক চ্যালেঞ্জিং ছিল কিন্তু তারপরও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রেখে সফলতার সাথে সমাপ্ত হয়েছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কিছু দিন পর কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন, স্থানীয় সরকার পর্যায়ে উপজেলা পরিষদ নির্বাচন, ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনেও চট্টগ্রাম রেঞ্জ, পুলিশ বিভাগ সকল আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করে কাজ চালিয়ে যাবে। কুমিল্লা জেলা হতে বেশ কিছু কিশোর গ্যাং এর সদস্যা আটক করা হয়েছে। এ বিভাগের সকল জেলায় কিশোর গ্যাং নিরমূলে এ বিভাগের পুলিশ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সম্প্রতি চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলা হতে বেশ কিছু আগেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে এবং আরো উদ্ধারের কাজ চলছে। এছাড়াও চাঁদপুর, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী জেলাসমূহে যে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটার সাথে সাথে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী অপরাধীকে আইনের আওতায় নিয়ে আসছে। ইতোপূর্বে সংঘটিত অপরাধের বিচারকাজ সম্পন্ন হয়ে কিছু কিছু অপরাধীকে সাজাও দেয়া হয়েছে। বিদ্যুতের ট্রাসফরমার চুরির বিষয়ে চুরি থেকে বিক্রয় পর্যন্ত যারা জড়িত সকল পর্যায়ের অপরাধী ধরা হয়েছে, এ বিষয়ে আরো অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রয়েছে। ২১ ফেব্রুয়ারি নিয়েও প্রস্তুতি রয়েছে। ইট বাটায় কাঁচামালের যোগান দিতে অনুমোদন ছাড়া চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার পাহাড় কেটে মাটি নিয়ে যাচ্ছে। এই জেলাগুলোতে ব্যাপকহারে পাহাড় কাটা হচ্ছে। পাহাড় কাটার ফলে পরিবেশের উপর এর ব্যাপক প্রভাব পড়বে। জেলাপ্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীসহ সকল পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানকে এ বিষয়ে আরো প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। আসন্ন রমজানকে সামনে রেখে ব্যবসায়ীরা যেন অবৈধ মজুদ না করতে পারে, দ্রব্যের মূল্য যেন না বৃদ্ধি করতে পারে সে জন্য জেলাপ্রশাসনের নেতৃত্বে চলমান অভিযানে চট্টগ্রাম রেঞ্জ কাজ করে যাবে।	(চ) কিশোররা যেন কোনো প্রকার মাদক বা অপরাধমূলক কোনো কাজে জড়াতে না পারে, সে জন্য আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগ্রহণ করতে হবে। (ছ) চিহ্নিত কিশোর গ্যাং এর সদস্যদের আইনের আওতায় নিয়ে আসতে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে আরো কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। (জ) সকল ধরণের পণ্য পরিবহণে চাঁদাবাজী বিষয়ে আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগ্রহণ করতে হবে। (ঝ) ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে চুরি, ডাকাতি বন্ধে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে আরো কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে।	১) উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক চট্টগ্রাম রেঞ্জ, চট্টগ্রাম ২) পুলিশ কমিশনার, সিএমপি, চট্টগ্রাম ৩) জেলাপ্রশাসক (সকল) চট্টগ্রাম বিভাগ ৪) পুলিশ সুপার (সকল) চট্টগ্রাম বিভাগ ১) উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক চট্টগ্রাম রেঞ্জ, চট্টগ্রাম ২) পুলিশ কমিশনার, সিএমপি, চট্টগ্রাম ৩) জেলাপ্রশাসক (সকল) চট্টগ্রাম বিভাগ ৪) পুলিশ সুপার (সকল) চট্টগ্রাম বিভাগ ১) উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক চট্টগ্রাম রেঞ্জ, চট্টগ্রাম ২) পুলিশ কমিশনার, সিএমপি, চট্টগ্রাম ৩) পুলিশ সুপার (সকল) চট্টগ্রাম বিভাগ ১) উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক চট্টগ্রাম রেঞ্জ, চট্টগ্রাম ২) পুলিশ কমিশনার, সিএমপি, চট্টগ্রাম ৩) পুলিশ সুপার, হাইওয়ে পুলিশ, চট্টগ্রাম/ কুমিল্লা

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
	অতিরিক্ত পরিচালক, এনএসআই বলেন, চট্টগ্রাম বিভাগের আইন-শৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখতে সকল পর্যায়ের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আসন্ন উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদসহ ছোট পরিসরে অনুষ্ঠিত স্থানীয় নির্বাচনগুলোতে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে নিয়মিত মনিটরিং অব্যাহত রয়েছে, যাতে কোনো প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা বা নাশকতামূলক ঘটনা না ঘটে। সম্প্রতি কিছু কিছু জেলায় কিশোর গ্যাং সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এ বিষয়ে সকল আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত। লক্ষ্মীপুরে গত ৪ মাসে মাদক সংক্রান্ত ০৭(সাত)টি খুনের ঘটনা ঘটেছে। সম্প্রতি পণ্য পরিবহনে চাঁদাবাজি বেড়েছে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন নাম চাঁদাবাজি চলছে। মীরসরাই ওজন ষ্টেশনে ওজন পরিমাপের সময় পরিবহণগুলো ডাকাতির কবলে পড়ে, এ বিষয়ে আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত। **মাহফুজুল হক শাহ, এফবিসিসিআই, চট্টগ্রাম বলেন,** রমজানকে সামনে রেখে অতিরিক্ত মুনাফা লোভী ব্যবসায়ীরা যেন তাদের অসৎ উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠা করতে না পারে সেজন্য আইন মেনে মজুতদারী করা ও দ্রব্যেরমূল্য বৃদ্ধির ব্যাপারে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে জরিমানার মাধ্যমে ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তর ব্যবস্থা নিতে পারে। দোষী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় নেওয়া প্রয়োজন। তাদের বিরুদ্ধে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখতে হবে। সড়কে যানজট নিরসনে পুলিশ ও বিআরটিএ কে দায়িত্ব নিতে হবে। নির্বাচনের পরে চট্টগ্রাম বিভাগের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকায় সকল পর্যায়ের আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠানের প্রশংসা করেন।		
৪.	**অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার বিষয়ে পর্যালোচনা:** **সভাপতি বলেন,** স্থানীয় সরকার নির্বাচন, পবিত্র রমজান ও ঈদ-উল-ফিতর কে গুরুত্ব দিয়ে চট্টগ্রাম বিভাগের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে বিভিন্ন কার্যক্রম অব্যাহত হবে। কোনো প্রকার আইন-শৃঙ্খলার অবনতি যাতে না ঘটে সেদিকে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। তিনি অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার কার্যক্রম বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণসহ বৈধ অস্ত্রের অবৈধ ব্যবহার রোধ এবং উদ্ধারকৃত অস্ত্র যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে মালখানায় জমা রাখার লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করতে হবে। (খ) অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। বৈধ অস্ত্রের অবৈধ ব্যবহার যাতে না করতে পারে সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে এবং উদ্ধারকৃত অস্ত্র যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে মালখানায় জমা রাখতে হবে।	১) পুলিশ কমিশনার, সিএমপি, চট্টগ্রাম ২) উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক চট্টগ্রাম রেঞ্জ, চট্টগ্রাম ৩) বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (সকল) চট্টগ্রাম বিভাগ ৪) পুলিশ সুপার (সকল) চট্টগ্রাম বিভাগ

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৫.	<u>মোবাইল কোর্ট পরিচালনা সংক্রান্ত পর্যালোচনা:</u> সভাপতি এ বিভাগে মোবাইল কোর্ট অভিযান বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখার জন্য বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণ কে নির্দেশনা প্রদান করেন। আসন্ন পবিত্র মাহে-রমজান মাস ও ঈদ-উল-ফিতর কে সামনে রেখে সকল প্রকার নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মজুতদারি রোধ করতে সর্বদা সতর্ক থাকা এবং নিয়মিত নজরদারি ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনার নির্দেশনা প্রদান করেন। ব্যবসায়ীরা যাতে খাদ্য সামগ্রীর কৃত্রিম সংকট তৈরী করে বাজারের দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি না করতে পারে সে বিষয়ে জেলা প্রশাসন কর্তৃক নিয়মিত বাজার মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখার অনুরোধ জানান। মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনার সময় দন্ড ও জরিমানা প্রদান যেন আইনসিদ্ধ হয় সে বিষয়ে বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণকে লক্ষ্য রাখতে হবে। চট্টগ্রাম বিভাগে নভেম্বর, ২০২৩ এ ৮৩১ টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ১,২৯৭টি মামলা দায়েরের মাধ্যমে ৯৪,৮২,০৫০ টাকা জরিমানা আদায় এবং মোট ১,৩৭৫ জনকে দণ্ড প্রদান করা হয়েছে; অপরদিকে অক্টোবর, ২০২৩ মাসে ৮৫১টি অভিযান পরিচালনা করে ১৩৯৪টি মামলা দায়েরের মাধ্যমে ৯৭,৮১,৬৬০ টাকা জরিমানা আদায় করে মোট ২,০৯৫ জনকে দণ্ড প্রদান করা হয়েছে। নভেম্বর, ২০২৩ এ চট্টগ্রাম জেলায় ২৪৮টি, কক্সবাজার জেলায় ৯০টি, নোয়াখালী জেলায় ৯৯টি, ফেনী জেলায় ১২৮টি, লক্ষ্মীপুর জেলায় ৬০টি, কুমিল্লা জেলায় ২৮৪টি, চাঁদপুর জেলায় ১২২টি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় ১১৮টি, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় ৫০টি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় ৫৫টি, বান্দরবান পার্বত্য জেলায় ১২১টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালিত হয়েছে। সকল জেলায় প্রমাপ অর্জিত হয়েছে। **নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ ও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯** মোতাবেক নভম্বের, ২০২৩ এ ১৮৭টি অভিযান পরিচালনা করে ২৮৩টি মামলা দায়েরের মাধ্যমে ১২,৯০,১৫০ টাকা জরিমানা আদায় করে মোট ২৪৫ জনকে দণ্ড প্রদান করা হয়েছে। **সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন-২০১৮** এর আওতায় ডেংগুর বিরুদ্ধে নভেম্বর, ২০২৩ এ চট্টগ্রাম বিভাগের বান্দরবান জেলায় ১টি মোবাইল কোর্ট এর আওতায় ১টি মামলা দায়ের করা হয় এবং ১,০০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।	(ক) মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সংখ্যা যাতে হ্রাস না পায় সে বিষয়ে সর্তক দৃষ্টি রাখতে হবে। (খ) পবিত্র মাহে-রমজান মাস ও ঈদ-উল-ফিতর কে সামনে রেখে দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি রোধে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে। (গ) ব্যবসায়ীরা যাতে পন্য মজুত করে কৃত্রিম সংকট তৈরী করতে না পারে সেদিকে জেলা প্রশাসন নিবিড় মনিটরিং বজায় রাখবে। (ঘ) পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ এর ক্ষমতাবলে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০০৬ অনুযায়ী মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে। (ঙ) জেলা পর্যায়ে সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ মোতাবেক মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। (চ) মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনার সময় দন্ড ও জরিমানা প্রদান যেন আইনসিদ্ধ হয় সে বিষয়ে বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণকে লক্ষ্য রাখতে হবে।	১. বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (সকল), চট্টগ্রাম বিভাগ ১. বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (সকল), চট্টগ্রাম বিভাগ ১. বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (সকল), চট্টগ্রাম বিভাগ ১. বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (সকল), চট্টগ্রাম বিভাগ ১. বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (সকল), চট্টগ্রাম বিভাগ ১. বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (সকল), চট্টগ্রাম বিভাগ

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮- এর আওতায় নভেম্বর, ২০২৩ এ ৭৯ টি অভিযান পরিচালনা করে ১৪৯ টি মামলা দায়েরের মাধ্যমে ৮০,৫৫০ টাকা জরিমানা আদায় করে মোট ২২১ জনকে দণ্ড প্রদান করা হয়েছে। ইভটিজিং রোধে চট্টগ্রাম বিভাগের নভেম্বর, ২০২৩ এ ৫টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালিত করে ৩ টি মামলা দায়েরের মাধ্যমে ১০,০০০ টাকা জরিমানা আদায় করে মোট ৩ জনকে দণ্ড প্রদান করা হয়েছে। বিদ্যুৎ আইন ২০১৮, এর আওতায় চট্টগ্রাম বিভাগের কোন জেলায় নভেম্বর, ২০২৩ এ কোন মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়নি। এ বিষয়ে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে। অশ্লীল চলচ্চিত্র প্রদর্শন, ভিডিও পাইরেসি রোধে এবং শিল্পকারখানা, গার্মেন্টসসহ অন্যান্য ফ্যাক্টরিতে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নিশ্চিতকল্পে চট্টগ্রাম বিভাগের কোন জেলায় নভেম্বর, ২০২৩ এ কোন মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়নি। অন্যান্য বিষয়ে চট্টগ্রাম বিভাগের জানুয়ারি, ২০২৪ এ ৮১৮ টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ১৫১৩ টি মামলা দায়েরের মাধ্যমে ২,৫৬,৫০,৪৪০ টাকা জরিমানা আদায় করে মোট ১৫৪৯ জনকে দণ্ড প্রদান করা হয়েছে।	(ছ) ভেজাল প্রতিরোধে নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ ও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ অনুযায়ী এবং ডেঙ্গু প্রতিরোধে সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন-২০১৮ অনুযায়ী নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা বৃদ্ধি করতে হবে। (জ) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮-এর আওতায় নিয়মিত মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করতে হবে। (ঝ) বিদ্যুৎ আইন, অশ্লীল চলচ্চিত্র প্রদর্শন, ইভটিজিং ও ভিডিও পাইরেসি রোধে এবং শিল্পকারখানা, গার্মেন্টসসহ অন্যান্য ফ্যাক্টরিতে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নিশ্চিতকল্পে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে।	১. বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (সকল), চট্টগ্রাম বিভাগ ১. বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (সকল), চট্টগ্রাম বিভাগ ২. অতিরিক্ত পরিচালক, মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম বিভাগ ১. বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (সকল), চট্টগ্রাম বিভাগ

সভাপতি আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে সকলকে একযোগে কাজ করার জন্য অনুরোধ করেন। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

27.02.24

মো: তোফায়েল ইসলাম
বিভাগীয় কমিশনার
চট্টগ্রাম
ও সভাপতি
বিভাগীয় আইন-শৃঙ্খলা কমিটি

স্মারক নম্বর: ০৫.৪২.০০০০.০১১.০৭.০০২.১৯.৬৬(৫)

তারিখ : ১৬ ফাল্গুন, ১৪৩০ / ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩. সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪. সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৫. সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

27.02.24

মো: তোফায়েল ইসলাম
বিভাগীয় কমিশনার
চট্টগ্রাম
ও সভাপতি
বিভাগীয় আইন-শৃঙ্খলা কমিটি

স্মারক নম্বর: ০৫.৪২.০০০০.০১১.০৭.০০২.১৯.৬৬(৬৮)

তারিখ : ১৬ ফাল্গুন, ১৪৩০ / ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

০১. কমান্ডার, চট্টগ্রাম নৌ অঞ্চল, নিউমুরিং, চট্টগ্রাম
০২-০৩. রিজিয়ন কমান্ডার, বিজিবি, দক্ষিণ পূর্ব রিজিয়ন, চট্টগ্রাম/ রামু রিজিয়ন, কক্সবাজার
০৪. পুলিশ কমিশনার, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ, চট্টগ্রাম
০৫. উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক, চট্টগ্রাম রেঞ্জ, চট্টগ্রাম
০৬. অধিনায়ক, চট্টগ্রাম শাখা, ডিজিএফআই, চট্টগ্রাম
০৭-০৮. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম/ কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন, কুমিল্লা
০৯. মহাব্যবস্থাপক (পূর্বাঞ্চল), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম
১০. অতিরিক্ত পরিচালক, এনএসআই, ৫৫৬ জাকির হোসেন রোড, দামপাড়া, চট্টগ্রাম
১১. পরিচালক (স্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম
১২-২২. জেলাপ্রশাসক, চট্টগ্রাম/ কক্সবাজার/ নোয়াখালী/ ফেনী/ লক্ষ্মীপুর/ কুমিল্লা/ ব্রাহ্মণবাড়িয়া/ চাঁদপুর/ খাগড়াছড়ি/ রাঙ্গামাটি/ বান্দরবান পার্বত্য জেলা, চট্টগ্রাম বিভাগ
২৩-২৮. সেক্টর কমান্ডার, বিজিবি, সেক্টর সদর দপ্তর, কক্সবাজার/ কুমিল্লা/ বান্দরবান/ রাঙ্গামাটি/ খাগড়াছড়ি/ গুইমারা,খাগড়াছড়ি
২৯. অধ্যক্ষ, চট্টগ্রাম কলেজ, চট্টগ্রাম
৩০. জোনাল কমান্ডার (পূর্বজোন), বাংলাদেশ কোস্টগার্ড, মৎস্য বন্দর, ইছানগর, কর্ণফুলি, চট্টগ্রাম
৩১. অধিনায়ক, র‍্যাব-৭, উত্তর পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম
৩২-৪২. পুলিশ সুপার চট্টগ্রাম/ কক্সবাজার/ নোয়াখালী/ ফেনী/ লক্ষ্মীপুর/ কুমিল্লা/ ব্রাহ্মণবাড়িয়া/ চাঁদপুর/ খাগড়াছড়ি/ রাঙ্গামাটি/ বান্দরবান পার্বত্য জেলা, চট্টগ্রাম বিভাগ
৪৩-৪৫. পুলিশ সুপার, হাইওয়ে পুলিশ, কুমিল্লা/ পুলিশ সুপার, জিআরপি, চট্টগ্রাম/ পরিচালক (পুলিশ সুপার), শিল্পাঞ্চল পুলিশ-৩, বন্দর লেবার কলোনি, নিউমুরিং, চট্টগ্রাম
৪৬-৪৭. উপ-মহাপরিচালক, আসনার ও ভিডিপি, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য রেঞ্জ, ফয়েজ লেক, চট্টগ্রাম/ কুমিল্লা রেঞ্জ, কুমিল্লা
৪৮-৪৯. সভাপতি, চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডা. চট্টগ্রাম/ চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডা. চট্টগ্রাম
৫০. অতিরিক্ত পরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, আইচ ফ্যাক্টরি রোড, চট্টগ্রাম
৫১. পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম
৫২. পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম
৫৩. পরিচালক, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই), চট্টগ্রাম
৫৪. পরিচালক, বিআরটিএ, চট্টগ্রাম বিভাগ
৫৫. উপপরিচালক, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম
৫৬. উপ-মহাপরিদর্শক, উপ-মহাপরিদর্শকের কার্যালয়, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম
৫৭. মেয়র, সীতাকুন্ড পৌরসভা, চট্টগ্রাম
৫৮. উপপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম
৫৯. উপপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম
৬০-৬১. সভাপতি, বার এসোসিয়েশন, চট্টগ্রাম/ সভাপতি, চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব, চট্টগ্রাম
৬২. সহ-সভাপতি, বিজিএমইএ, বিজিএমইএ ভবন(লেভেল ৪ ও ৫), ৬৬৯/ই ঝাউতলা রোড, দক্ষিণ খুলশী, চট্টগ্রাম
৬৩-৬৪. মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার, চট্টগ্রাম মহানগর ইউনিট কমান্ড/ চট্টগ্রাম জেলা ইউনিট কমান্ড, চট্টগ্রাম
৬৫. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, আন্তঃজিলা বাস মালিক সমিতি, ৩৬ বিআরটিসি ভবন, ৩য়তলা, স্টেশন রোড, চট্টগ্রাম
৬৬. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, আন্তঃজিলা সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন, ৩৬ বিআরটিসি ভবন, ৩য় তলা, স্টেশন রোড, চট্টগ্রাম
৬৭. সভাপতি, চট্টগ্রাম ট্রাক, কভার্ডভ্যান এন্ড মিনি ট্রাক মালিকগ্রুপ, ৮৮ মুরাদপুর, পাঁচলাইশ আ/এ, চট্টগ্রাম
৬৮. অফিস কপি

২৯.০২.২৪

নীলুফা ইয়াসমিন চৌধুরী
সিনিয়র সহকারী কমিশনার (সাধারণ)
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, চট্টগ্রাম
ফোন: ০২-৪১৩৬০৭৯৫, ফ্যাক্স: ০৩১-৬১৭৪০০
ই-মেইল: generalsection@yahoo.com